সমকাল

31 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ঘণ্টা ক্লাস বর্জন

■ সমকাল প্রতিবেদক

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। গতকাল বুধবার ঢাকা ও কুমিল্লাসহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ঘণ্টার জন্য ক্লাস বর্জন করে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। রাজধানীসহ সারাদেশেই তনু হত্যার প্রতিবাদে ও বিচার দাবিতে সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ, প্রতীকী অনশনসহ নানান আন্দোলন-কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বানে গতকাল দেশজুড়ে সব শিক্ষা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রতিষ্ঠানে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ক্লাস বর্জন ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। ঢাকার সরকারি ইডেন কলেজের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে কলেজের শিক্ষার্থীরা। ওই কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়েছে গণজাগরণ মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন। এতে বক্তব্য রাখেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার, স্থপতি ভাস্কর, রাশাসহ ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

তনু হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে অংশ নেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার। তিনি বলেন, অতি শিগগির সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে। তা না হলে ডাক দেওয়া হবে 'গণজাগরণের'।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাজীব মীর বলেন, সারাদেশে যেভাবে খুন, ধর্ষণের অপসংস্কৃতি চালু হয়েছে, তা রোধে তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক প্রিয়াংকা স্বর্ণকার, বর্ণনা ভৌমিক, ভাস্কর রাশা প্রমুখ অংশ নেন।

তনু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া গতিশীল ও স্বচ্ছ করার দাবি জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। গতকাল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো. নূর খান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, তনু হত্যা তদন্তে ধীরগতি এবং সমন্বয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে আসক গভীর উদ্বিগ্ন।

তনুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে জাসদ ছাত্রলীগ। হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পার হলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় মানববন্ধনে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি সামছুল ইসলাম সুমন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, মাসুদুর রহমান, চন্দ্রপাল রাজবংশী, আবুল কালাম আজাদ, আরিফুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা অবিলম্বে তনুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তরের দাবি জানান।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় নারী সেল নৃশংস এ ঘটনার প্রতিবাদে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিতে সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম তনুসহ সব ধর্ষণ ও হত্যার অবিলম্বে বিচার দাবি করেন। তিনি ধর্ষণ ও হত্যাসহ নির্যাতন বন্ধে নারীদের পাড়ায় পাড়ায় প্রীতিলতা ব্রিগেড গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি নারী সেলের আহ্বায়ক মুক্তি চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীন দেশে আজও কেন মা-বোনদের ধর্ষণের শিকার হতে হয়? দলটির নেতারা ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীদের বিচার, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় থাকা সিসিটিভির ফুটেজ জনগণের সামনে প্রকাশ করার দাবি জানান। অনশনে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রতিবাদ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

তনু হত্যার প্রতিবাদে সকালে ধানমণ্ডিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। প্রায় ২০ মিনিট ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা। এতে ওই এলাকায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা তনু হত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করে।

খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক থেকে তনু হত্যায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। তাদের পক্ষ থেকে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।